যুগান্তর

শিবির নেতাকর্মীদের হাতে এভাবেই লাঞ্ছিত হন রাবি ভিসি অধ্যাপক ড. মামনুনুল কেরামত

বাস কর্মচারী-শিবির কর্মীদের বিরোধের জের

রাবিতে শিবির কর্মীদের হাতে উপাচার্য লাঞ্ছিত

রাবি প্রতিনিধি

শিবির কর্মীর ওপর বিআরটিসি বাস কর্মচারীর হামলাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছে ছাত্রশিবির। বৃহস্পতিবার রাতে এ নিয়ে শিবির ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর বাস কাউন্টারের কর্মচারীদের হামলা এবং শিবির কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাজার কমিটির লোকজনের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। শুক্রবার বাস কাউন্টারের কর্মচারীদের ওপর শিবিরের হামলা, ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ, প্রশাসন সমাবেশের ঘটনা ঘটেছে। অবরোধকারীদের শান্ত করতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ শিবির কর্মীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামনুনুল কেরামত শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই মতিহার থানা পুলিশ বিআরটিসি বাসের হেলপার কাইয়ুম ও বিনোদপুর বাজারের ব্যবসায়ী তসলিমকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিআরটিসি বাস কর্তৃপক্ষ, বিনোদপুর বাজার কমিটি ও শিবিরের যৌথ বৈঠকে শিবির বিআরটিসি বাস কর্তৃপক্ষকে দেড় হাজার ও বিনোদপুর বাজার কমিটিকে তিন

লাঞ্ছিত : উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাজার টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করে। আর এসব নিয়ে খবর সংগ্রহ করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আশরাফুল হক 'সাংবাদিকদের বেয়াদব' বলে সম্বোধন করে প্রক্টরের দফতর থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও মতিহার থানা পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র শিবির কর্মী এনামুল হকের বাবা কুড়িগ্রাম থেকে ১২ জুলাই এনামুলের নামে বিআরটিসি বাসের হেলপার ইউসুফের মাধ্যমে দেড় হাজার টাকা পাঠান (টাকা প্রদানের সময় আরেক হেলপার কাইয়ুম সেখানে ছিল)। কিন্তু ইউসুফ এনামুলের কাছে এখন পর্যন্ত ওই টাকা পৌঁছে দেননি। এনামুল টাকার জন্য বিআরটিসি বাস কাউন্টারে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করলেও ওই হেলপারকে খুঁজে পাননি।

বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বিআরটিসির বাসে করে কুড়িগ্রাম থেকে বিনোদপুর বাজারে আসার সময় এনামুল বাসের মধ্যে হেলপার কাইয়ুমকে দেখতে পায়। এ খবর তার বড়ভাই, বন্ধু ও শিবির কর্মীদের দিলে ১০-১২ শিবির কর্মী রাত ৯টায় বিনোদপুরে বাস আটক করে কাইয়ুমের কাছে টাকা দাবি করে। এসময় এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হলে এক পর্যায়ে তারা কাইয়ুমকে ধরে ক্যাম্পাসের ভেতরে আনার চেষ্টা করেন। এসময় সেখানে উপস্থিত থাকা বাস কাউন্টারের অন্য লোকজন ও বিনোদপুর বাজারের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ওই ছাত্র ও শিবির কর্মীদের বাধা দেয়, বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে এনামুলসহ তিন-চারজন শিক্ষার্থীকে মারধর করে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বাস কাউন্টার কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা পিটিয়েছে— এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে অনেক শিবির কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থী বিনোদপুর বাজারে জড়ো হয়। ব্যবসায়ীরাও জড়ো হয়। বাজারে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এসময় শিবির কর্মীরা জিলাপী ভাণ্ডার নামের একটি হোটেলও ভাংচুর করে। রাত ১১টার দিকে মতিহার থানা পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী প্রক্টর ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিক্ষার্থীদের পরদিন শুক্রবার বেলা ১১টায় বিচারের প্রতিশ্রুতি দিলে শিক্ষার্থীরা ফিরে যায়।

রাবি শাখা শিবিরের সেক্রেটারি শরীফুজ্জামান নোমানীর নেতৃত্বে ৪০-৫০ জন শিবির কর্মী বিচারের জন্য সকাল সাড়ে ১০টায় প্রশাসন ভবনের সামনে জড়ো হন। কিন্তু বেলা পৌনে ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়টি সমাধানের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ঘটনাস্থলেই আসেননি। এতে শিবির কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

শিবির কর্মীরা জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই আরও দেড় শতাধিক শিবির কর্মী সেখানে উপস্থিত হলে শিবির কর্মীরা মহাসড়কে সব ধরনের যানবাহন বন্ধ করে দেয়। অবশ্য উৎসুক কিছু সাধারণ শিক্ষার্থীও এসময় অবরোধে অংশ নেয়। অবরোধের কারণে হাজার হাজার যাত্রী ও পথচারী চরম দুর্ভোগের শিকার হন।

খবর পেয়ে মতিহার থানা পুলিশ অবরোধকারীদের সরে যাওয়ার আহ্বান জানালে শিবির কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা পুলিশকে ধাওয়া করে কাজলা পর্যন্ত নিয়ে যায়। পরে পুলিশ প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাহায্য চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মামনুনুল হক কাউকে না পেয়ে একাই শিক্ষার্থীদের শান্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ছুটে যান। এসময় বিক্ষুব্ধরা উপাচার্যের ওপর চড়াও হয়। তারা উপাচার্যের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করাসহ লাঠিসোটা নিয়ে তার দিকে তেড়ে আসে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। অবশ্য পরে পৌনে ১টার দিকে তারা উপাচার্যের কথা মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে। শিবির কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা এসময় প্রশাসন ভবন অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে। তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য রাবি প্রক্টর এনামুল হকের পদত্যাগও দাবি করতে থাকে।

পরে দুপুরে বিআরটিসির রাজশাহী ইনচার্জ সাইফুজ্জামান শহীদ ও বিনোদপুর বাজার আহতদের চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ, শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার এবং দোষী বিআরটিসি কর্মচারীদের আর এ রুটে বহাল না রাখার দাবি জানান।

এসব ঘটনার খবর সংগ্রহ করছিলেন সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকরা। সমঝোতা হয়ে গেলে সাংবাদিকরা প্রক্টরিয়াল বডির কাছে প্রশ্ন করেন, আপনারা এত লোক থাকতেও কেন উপাচার্য লাঞ্ছিত হলেন? এ প্রশ্ন শুনেই ক্ষেপে যান প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টররা। এর মধ্যে সহকারী প্রক্টর আশরাফুল হক সাংবাদিকদের বেয়াদব বলে আখ্যায়িত করে তাদের বের হয়ে যেতে বলেন। তিনি বলেন, এখানে সাংবাদিকদের কোন 'একসেস' নেই, ভবিষ্যতে প্রবেশ করতে চাইলে তার অনুমতি নিতে হবে।

মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম সব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ওই রাতেই (বৃহস্পতিবার রাত) পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। দু'জনকে গ্রেফতারের উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত হেলপারসহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশ প্রশাসন তৎপর রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ড. মামনুনুল কেরামত বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কথা বলার ও আলোচনার সুযোগ না দিয়েই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি এ ঘটনাকে দুঃখজনক হিসেবে আখ্যায়িত করলেও লাঞ্ছিত হওয়ার বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।